০১/

দৈনিক
ইত্তেফাক
৩০-২২-০৬-০৯

অর্থনীতি

বিশ্বমন্দা মোকাবিলায় কিছু নির্দেশনা

ড. এম আজিজুর রহমান

মন্দা পরিস্থিতিতে নতুন কোন কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আয়-উন্নতি ও কর্মসংস্থানের সুষমবন্টন সাপেক্ষে দারিদ্র্যবিমোচন দুরূহ হয়ে পড়ে। এ মন্দা জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন সাপেক্ষে প্রয়োজন হয় সম্প্রসারিত অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ। এসব নীতি নির্ধারণে দেশের অর্থনীতিবিদ এবং রাজনীতিবিদ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এভাবে একটি দেশের কৃষি, শিল্প, মৎস্য, শিক্ষা, যোগাযোগসহ উৎপাদন ও সেবাখাতে বিনিয়োগ, উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা স্থবির হয়ে পড়ে এবং আয়-উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি কমে যায়। কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও নিয়োগখাত সংকটাপন্ন পরিস্থিতিতে পড়ে। সম্প্রসারিত অর্থনৈতিক নীতির সহায়ক হিসেবে প্রয়োজন হয় সংক্ষেপে সম্প্রসারিত মুদ্রা বা রাজস্বনীতি নির্ধারণ। আমেরিকাসহ পাশ্চাত্যের আমদানিকারক দেশগুলো প্রাচ্যের জাপান, চীন এবং পূর্ব এশিয়ার রফতানি কারক দেশে সবাই কম-বেশি মন্দার শিকার। এই মন্দা ও বিশ্বমন্দা কোন দেশের জন্যে ছিন্নভিন্ন বা বিচ্ছন্ন কোন ঘটনা নয়। কারণ বিশ্বায়নের আধুনিক এ যুগে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সংশ্লিষ্টতার কারণে একটি দেশের উন্নয়ন, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, আমদানি-রফতানির যোগ্যতা ও ক্ষমতা ইত্যাদির সাথে সম্পৃক্ত বা নির্ভরশীল। যেমন আমদানিকারক দেশগুলোর আর্থিক সংকটের কারণে রফতানিকারক দেশ মন্দার সম্মুখীন। পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর রফতানি হ্রাসে পেয়েছে। জাপানের টয়োটা কোম্পানি প্রথমবারের মত লোকসান গুণতে শুরু করেছে। ভারত, বাংলাদেশ এবং চীনের প্রবাসী কর্মজীবীরা চাকুরী হারাচ্ছে। দক্ষিণ কোরিয়া, ভারত, বাংলাদেশ ও চীনের রফতানিযোগ্য পোশাক শিল্প আর্থিক সংকটের সম্মুখীন। বিভিন্ন দেশ কম-বেশি মন্দায় আক্রান্ত হলেও একেক দেশ একেকভাবে অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন। কেউ বেশি কেউ কম। মন্দা মোকাবিলায় উন্নয়নশীল দেশগুলো উন্নত দেশের তুলনায় বেশি বিপদে পড়েছে। সব দেশে ঋণ ও বিনিয়োগ সুবিধা সমান নয়। উন্নয়নশীল দেশগুলোর ঋণ ও বিনিয়োগ পরিস্থিতি তুলনামূলকভাবে অধিক সংকটাপন্ন। অর্থনৈতিক নীতিমালার দৃষ্টিকোণ থেকে অভ্যন্তরীণভাবে বিভিন্ন দেশে মন্দা মোকাবিলায় একই ধরনের সুপারিশ করা হচ্ছে। যেমন-স্বল্প সুদে বা সাশ্রয়ীমূল্যে দেশি-বিদেশি ঋণ সুবিধার মাধ্যমে বিনিয়োগ বৃদ্ধি। প্রয়োজনীয় ঋণ ও বিনিয়োগ সুবিধা বাড়াতে সব দেশই হিমসিম খাচ্ছে। বিশ্বের দাতা-দেশ ও আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাগুলো বিশ্বমন্দা মোকাবিলায় সহযোগাসম্পন্ন বিভিন্ন চেষ্টা ও প্রচেষ্টা করে যাচ্ছে। যেমন-বিশ্বব্যাংক, IMF-সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থা সাশ্রয়ীমূল্যে ঋণ প্রদানের ক্ষমতা বাড়াতে চেষ্টা করছে। জাপান সরকার এবং ইউরোপিয়-ইউনিয়ন (UU) IMF-এর ঋণ ক্ষমতা বাড়াতে প্রত্যেকে ১০,০০০ কোটি ডলার দিতে অঙ্গীকার করেছে। আমেরিকান সরকার এই উদ্দেশ্য পুরণের লক্ষ্যে IMF - কে ৫০,০০০ কোটি ডলার দিতে যাচ্ছে। বিশ্বমন্দা মোকাবিলায় শত শত কোটি ডলার ঋণের চাহিদা মেটানো সম্ভব কিনা এবং কীভাবে সম্ভব হবে তা এ মুহূর্তে নিরূপণ করা সত্যই কঠিন। মন্দা মোকাবিলায় প্রতিটি দেশের অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন দেশি-বিদেশি রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক চেষ্টার পরিপূরক, অনুপূরক বা সম্পূরক বা অতিরিক্ত বা বাড়তি চেষ্টা হিসেবে আমাদের উচিত হবে সম্প্রসারিত অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা যা নিয়ে কিছু কথা নিম্নরূপ- মুদ্রা সরবরাহ বাড়িয়ে অর্থনীতির মন্দাভাব কাটিয়ে, অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্যে প্রয়োজন হয় সম্প্রসারিত মুদ্রানীতি। সম্প্রসারিত মুদ্রানীতির ফলে সুদের হার হ্রাস পায়, দেশের সামগ্রিক চাহিদা বাড়ে এবং বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায় বাণিজ্যখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। অর্থনৈতিক উৎপাদন ও সেবাখাতে উৎপাদন ও উন্নয়ন বৃদ্ধি পায়, আয়-উন্নতি, প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়। বেকার সমস্যা হ্রাস পায় এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও নিয়োগ সুবিধা সম্প্রসারিত হয়। সম্প্রসারিত মুদ্রানীতির ফলে মুদ্রাস্ফীতি বা চলতি বাজারমূল্য বেড়ে যেতে পারে, মানুষের প্রকৃত আয়, উপার্জন, ক্রয় ক্ষমতা সাময়িকভাবে আবার একটু হ্রাস পেতে পারে। সম্প্রসারিত মুদ্রানীতির ফলে সুদের হার কমে যেতে পারে এবং উচ্চসুদজনিত লাভের আশায় অনেকেই তাদের আর্থিক মূলধন দেশে না রেখে বিদেশে কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করতে পারে। আগেই বলা হয়েছে সম্প্রসারিত মুদ্রানীতির ফলে মানুষের আয়, উন্নতি ও মাথাপিছু ক্রয়ক্ষমতা বেড়ে যেতে পারে। আমদানি চাহিদা বাড়ে। রপ্তানির তুলনায় আমদানি বেশি হলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দেশ ঘাটতির সম্মুখীন হয়। মন্দা মোকাবিলায় সাময়িক ভাবে হলেও আমরা বাণিজ্য ঘাটতি এবং মুদ্রাস্ফীতির বিষয়টি সাময়িকভাবে গ্রহণ করেই সম্প্রসারিত মুদ্রানীতি গ্রহণ করব। কারণ মন্দা পরিস্থিতিতে জরুরিভিত্তিতে বেকার সমস্যা দূরীকরণ ও দারিদ্র্য বিমোচন এবং রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানবিক কারণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

[লেখক: ডাইস চেন্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি]